প্রযোজনা/পরিবেশনা

অরুণ রায়চৌধুরী

শাটুল

পরিচালনা

অজিত গাঙ্গুলী

সঙ্গীত

হিমাংশু বিশ্বাস

এ, আর, সি প্রডাকসনের ষষ্ঠ নিবেদন—

লাট্টু

প্রযোজনা ও পরিবেশনা—

অরুণ রায় চৌধুরী

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও
পরিচালনা— অজিত গাঙ্গুলী
চিত্র গ্রহণ— কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী— অনিল ঘোষ
শিল্প নির্দেশনা— সুবোধ দাস
রূপসজ্জা— মনোতোষ রায়
সহকারী— নিমাই সমাদ্দার
সহকারী পরিচালনা—
শঙ্কর রায়, বিবেকানন্দ বসু,
সুধীন্দ্র গাঙ্গুলী
প্রধান সম্পাদক— রমেশ যোশী
সম্পাদনা— কালী প্রসাদ রায়
সহকারী— স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী
কর্মসচিব – সুরেন চক্রবর্ত্তী
ব্যবস্থাপনা— পাঁচু গোপাল দাস
সহকারী— অজিত পান্ডে
স্থিরচিত্র— এডনা লরেঞ্জ
পরিচয় লিখনে— দিগেন স্টুডিও
কার্টুনে—চন্ডী লাহিড়ী
সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনঃযোজনা—
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
সহকারী— বলরাম বারুই
সঙ্গীত পরিচালনা—হিমাংশু বিশ্বাস
সহকারী— হাঁসি বিশ্বাস
গীতিকার— গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
অজিত গাঙ্গুলী
কণ্ঠসঙ্গীতে—
মান্না দে, অনুপ ঘোষাল, আরতি মুখার্জী,
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখার্জ্জী
বনশ্রী সেনগুপ্ত, আরতি বর্মণ, হাসু রায়,
মিন্টু দাশগুপ্ত, অমৃক সিং অরোরা

আনন্দ চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে
টেকনিসিয়নস স্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য
গৃহীত।
শব্দ গ্রহণ— অনিল দাশগুপ্ত,
সৌমেন চট্টোপাধ্যায়
পরিচ্ছদে— বিষ্টু দাসের তত্ত্বাবধানে
কর্ণওয়ালিশ
সংগঠনে— দেবকুমার রায় চৌধুরী,
তৃপ্তি কুমার রায় চৌধুরী,
অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী,
দীপঙ্কর ঘোষ, কৌশিক
সিন্‌হা, কাজল ঘোষাল।

অভিনয়ে—

ভোলা— দীপঙ্কর দে
শর্মিতা— সোমা দে
জীবন— রবি ঘোষ
ঠাকুরদা— হরিধন মুখার্জী
ঠাকুমা— সীতা মুখার্জী
ডি, এম— অনিল চ্যাটার্জী
মিসেস ডি, এম—সুব্রতা চ্যাটার্জী
বস্তীমালিক— স্বর্গীয় মনি শ্রীমানি
সাধু— অম্বিকা ভট্টাচার্য্য
গণেশ—মাঃ সৌমেন্দ্র, (নবাগত)
এবং লাট্টুর ভূমিকায়
শ্বেত চরিত্রে— মাষ্টার প্রিনস্
(নবাগত)
অনাদি— স্বর্গীয় অনাদি
বন্দ্যোপাধ্যায়
পাড়ার ছেলেরা— শঙ্কর ব্যানার্জী
মিন্টু দাশগুপ্ত
পাড়ার মেয়েরা— সঙ্গীতা ব্যানার্জী
রুমকী রায়
ডাকাত সর্দার— অমিয় দাস
ঐ দল — জ্যাম বড়ুয়া
রতন চক্রবর্ত্তী
হারাধন পাত্র
ডাকাতরাণী—জয়শ্রী সেন

Synopsis of Lattu লাট্টু

গতরাত্রের ঝড়জলে বিধ্বস্তপ্রায় একটি নৌকার মধ্যে ভেসে ভেসে চলেছে এক শিশু। আশ্রমের এক সাধু তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করেন। অভিভাবকের কোন সন্ধান না পাওয়ায় সেই আশ্রমেই মানুষ হতে থাকে শিশুটি। সাধু বলেন, ভগবান তোকে লাট্টুর মত লেত্তিতে পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছেন পৃথিবীর বুকে—তাই তোর নাম দিলাম লাট্টু।

ক্রমে লাট্টু বালক হয়। একদিন সাধু বাবা দেহ রাখেন। লাট্টু আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। পথের কষ্ট প্রচন্ড! অভাবের কষ্ট দারুণ! তবু বাঁচার জন্যে কখন অন্ধ ভিখারীকে সাহায্য করে দুপয়সা রোজগারের আশায়। কিন্তু গান শেষ করে পয়সা গুনতির সময় দেখে লোকটা অন্ধ নয়—জোচ্চোর!

এরপর লাট্টু পড়ে এক গুন্ডাদের পাল্লায় কিন্তু নিজের বুদ্ধিবলে এবং সততার জন্যে সে গুন্ডার দলের এক নায়িকার সাহায্যে পালায়। পালিয়ে চলে যায় এক পাহাড়ের দেশের শহরে। সেখানে আশ্রয় পায় ভোলার কাছে। ভোলা ড্রাইভারী করে। লাট্টুর অসহায় অবস্থার কথা জেনে ভোলা তার প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে তাকে কাছে টেনে নেয়। এই ভাবেই চলছিল দিন। কখন আনন্দ কখন বেদনা। ওদের অভাবে সাহায্য করে জীবন ড্রাইভার। এই জীবন ড্রাইভারই একদিন তাকে চাকরী দিল ডিসট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে। তাঁর খাস ড্রাইভার হবে ভোলা। এই ভোলাই একদিন আবিষ্কার করল লাট্টুর কে বাবা কে মা! —তারপর পর্দায় দেখুন শ্বাসরুদ্ধকারী ঘটনাবলী।

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর—হিমাংশু বিশ্বাস
শিল্পী—মান্না দে

এতদিন দুঃখের কাছে মন বেচেছি
আনন্দে আজ যেন নেচেছি
জীবনদাদার কাছে চাকরীটা চেয়ে যেন
মরতে মরতে আমি বেঁচেছি
এতদিন—
লাট্টু ভাই লেত্তিতে তোকে পাকিয়ে নিলেন
ভগবান পৃথিবীতে ছুঁড়ে দিলেন
তোর আর ভাবনা কি—
ময়লা জীবনটাকে আনন্দ সাবানে যে কেচেছি
দুঃখের কাছে মন বেচেছি
আনন্দে আজ যেন নেচেছি
জীবনদাদার কাছে চাকরীটা চেয়ে যেন
মরতে মরতে আমি বেঁচেছি
এতদিন—
ঐ লাট্টুর দিদিমণি মায়ের মত
ওর স্নেহছাড়া লাট্টু, বড়, কি হতো
সামান্য প্রণামী শাড়ীটাও অনামী
তবু আমি খুঁজে খুঁজে এনেছি
দুঃখের কাছে মন বেচেছি
আনন্দে আজ যেন নেচেছি
জীবনদাদার কাছে চাকরীটা চেয়ে যেন
মরতে মরতে আমি বেঁচেছি
আরে নারে বাবা মরেছি—

পাঞ্জাবী ভাংরা

ও রাহে রাহে জাড় মালিয়ে
ও সিনে আঁগ লাও মালিয়ে
সে আগ বুঝায়
কে রেশমী রুমাল বালিয়ে
কে মুরলী চাল বালিয়ে
চেনিয়ামে চেনিয়ামে হুয়ে তেরা
ইসকাদা বিমারণী
সিনে লাগ সিনে লাগ
রেকলা বোথারনি—
জাল বুলিয়াদে বুলিয়াদে খা
ও রাহে রাহে জাড় মালিয়ে
ও সিনে আঁগ লাও মালিয়ে
ভুররে—
ও বোলে বোলে
ও হো.....

কথা—গৌরীপ্রসন্ন সুর—হিমাংশু বিশ্বাস
শিল্পী—মান্না দে

হুঁ—ও হায় হায় হরি। বল কি যে করি
ও হায় হায় হরি। বল কি যে করি
একটু যখন মাল পড়ে পেটে
এই নেশার ঝোঁকে দেখি যে লাল চোখে
মনুমেনটটা আমার চেয়েও বেঁটে
ডাইনে যেতে যাই যে বাঁয়ে/বাঁয়ে যেতে ডাইনে
মেজাজ কারো গোলাম তো নয়
বাঁধা সেতো নয় আইনে
আর নেয়না সেতো কারও মাইনে
নেশার ঘোরে থাকি খানায় পড়ে থাকি
কুকুর এসে যায় আমায় চেটে
এই নেশার ঝোঁকে / দেখি যে লালচোখে
মনুমেনটটা আমার চেয়েও বেঁটে—
ও হায় হায় হরি—
ল্যামপোষ্টটা জড়িয়ে ধরি / যখনই পা হড়কায়
যাতে মাতাল তালে যে ঠিক তবে বলো কে ভড়কায় ?
পথ টোলে টোলে চলি আর চলে চলে টলি
এই জীবনেরই পথ একা হেঁটে—
এই নেশার ঝোঁকে দেখি যে লাল চোখে
মনুমেনটটা আমার চেয়েও যে বেঁটে
ও হায় হায় হরি / বল কি যে করি
একটু যখন মাল পড়ে পেটে
এই নেশার ঝোঁকে দেখি যে লাল চোখে
মনুমেনটটা আমার চেয়েও বেঁটে—

কথা—গৌরী প্রসন্ন শিল্পী—আরতি মুখোপাধ্যায়
সুর—হিমাংশু বিশ্বাস

আমার মাতাপিতা নেই কেহ পাইনি তাদের স্নেহ
বড় নিষ্ঠুর এ সংসার জানাবো এ ব্যথা কাকে আর
হায় আমার মাতাপিতা কোথায় যে আজ আছে
কে আমায় বলে দেবে বলি কার কাছে
অকুল আঁধার থেকে আলোতে কে নেবে ডেকে
সেই কথা বলি বারবার—
পাইনাতো খুজে পথ ঘনঘোর আঁধি
কেন যে এমন হলো শুধু আমি কাঁদি
লাগে পালে ঝোড়ো হাওয়া শুধু তাই ভেসে যাওয়া
পাইনাতো খুজে আমি পার—
আমার মাতাপিতা নাই কেহ পাইনি তাদের স্নেহ
বড় নিষ্ঠুর এ সংসার জানাবো এ ব্যথা কাকে আর—

কথা—অজিত গাঙ্গুলী
শিল্পী—সন্ধ্যা মুখার্জী
সুর—হিমাংশু বিশ্বাস

লা লা—লালা—লা
এসো এসো ছুটে এসো আরো কাছে এসো না
সোনা ঝরা প্রান্তর ঝরণার ঝরঝর
চোখ ভরে দেখো না
এইবার বলতো গাছেরা কি খেয়ে বাঁচে ?
পিঁপড়ে—
আহাহা হোলো না কারও বলা হোলো না
তার মানে ফাঁকি দাও পড়াশুনা কর না
জল বায়ু আলো
ভেরী গুড্—
এই বার বলতো দেখি এটা কোন দিক ?
পশ্চিম্—
হোপলেস তোমরা যত, বুঝবে তখন স্কুলের
রেজাল্টটা হবে খারাপ যখন
বলি শোন—
পূবদিক—
বারে সেই ছেলে আবার বলল ঠিক দিকটাকে
দেখে নাও তোমরা যেন মনে থাকে
যেন মনে থাকে
এই দেখ পূবেদিক ওটা পশ্চিম
ঐ দিকে উত্তর ঐ দক্ষিণ
বুঝেছি—
এইবার বলতে হবে না পারলে মারবো
বললেই কাছে টেনে আদর যে করবো
আদর যে করবো
বল দেখি ডানা মেলে ঘুরছে
কি পাখী উড়ছে
চিল—
কাক—
থাক থাক খুব বলেছ
বকের ঝাঁক—
আহা ঐ ছেলে বড় ভাল
সব বলে দিয়েছে
পড়াশুনা করে ঠিক মন দিয়ে শিখেছে
মন দিয়ে শিখেছে—

কথা— অজিত গাঙ্গুলী সুর—হিমাংশু বিশ্বাস
শিল্পী— অনুপ ঘোষাল
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বনশ্রী সেনগুপ্ত
মিন্টু দাশগুপ্ত
আরতি বর্মণ
হাসু রায়

ও মা সরস্বতী ভক্তি ভরে করছি আরতি
দোহাই পরীক্ষাতে কোরো একটা গতি
মাগো তুমি দয়াবতী
যেন ফিফ্‌টী পারসেণ্ট্‌ মার্ক থাকে মা প্রতি পেপারেই
তা না হলে পার হবো না ওপারে মা থাকবো এপারেই
মাগো থাকবো এপারেই —
আহাহা কি করুণ নিবেদন শোন শোন সকলে
টুকতে ওরা খুব ওস্তাদ—পাকা নকলে
প্রকসী দিয়ে কি লিখে দেবেন মা পরীক্ষ রই খাতা
একজামীনার খাবেই খাবে চিবিয়ে এদের মাথা
খাবে চিবিয়ে এদের মাথা
সব খাবে লাড্ডু দেবে আড্ডু
আমাদের অপমান জ্বালা —,
অসভ্য সব ছেলেগুলোর কথার কেমন ছিরি
পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে করে বাবুগিরী
রকে ব.স আড্ডা মারে ধার কোরে খায় বিড়ি
ভাবছে বোধ হয় পা বাড়ালেই পেয়ে যাবে
স্বর্গে ওঠার সিঁড়ি—
কথার কেমন ছিরি
গা জ্বলে যায়—

ঠাকুমা, আমরা কি হেরে যাবো— ?
বটে বলি হ্যাঁগা —
বলি ফোঁকলা দেঁতো খ্যাংরা খেঁকো
হাড় হাবাতে মিন্‌সে—
ডাগর ডাগর মেয়ে দেখে হচ্ছে বুঝি হিংসে
এই বুড়িতে মন ওঠে না—করছে গজর গজর
যাবো যাবো চলেই যাবো যেদিকে যায় নজর
আহাহা রাগ কোরো না লক্ষ্মী আমার
রাগ কোরোনা রাণী আহা—
ডাগর মেয়ে দেখবো কিগো দুচোখে যে ছানি
আমার দুচোখে যে ছানি—
বুড়ো হলেও জেনে রাখো আমি মরদ পুরুষ
মেয়ে মানুষে মুখ করলে হবো জুতোর বুরুষ
ওদের শিক্ষা দিতে এলাম হেথায় জানো তুমি কিতা
তুমি যদি মান করো গো বেঁচে থাকাও বেথা
জানো নাকি দেবানিশি তোমারই নাম জপেছি
প্রাণনাথ ও চরণে পরাণটা যে সঁপেছি
বলছো !—
হাঁ— এবার বলি এই মেয়েরা
এই ছেলেদের আর গালমন্দ নয়
জেনে রাখো বিয়ের পরে এই ছেলেরা
মাথার সিঁদুর হয়ে রয়
সোয়ামী ছাড়া নেই যে গতি
সিঁদুর শাঁখাই সত্য
আমার পাঠশালাতেই পড়ে শেখো পতি সেবার তত্ত্ব —
পাঠশালাতেই পড়ে শেখো পতি সেবার তত্ত্ব
পতি সেবার তত্ত্ব—পতি সেবার তত্ত্ব—

কথা—গৌরীপ্রসন্ন সুর—হিমাংশু বিশ্বাস
শিল্পী—আরতি মুখোপাধ্যায়
কেউ বা রাজা রাজপ্রাসাদে কেউ ফকির হয়েই থাকে
কে বল এর করবে বিচার নালিশ জানাবো কাকে
কাঁচের পুতুল তারো আছে দাম আজ
মানুষেরই দাম নেই
হয় না কারো দয়া কেন ভাবি শুধু সেই
কেউ ধুলো ছুঁলে হয় যে সোনা
কেউ ধুলো গায়ে মাখে
নালিশ জানাবো কাকে
কজন বল আজ পড়ে রামায়ণ
নেই রঘুপতি রাজা রাম
সবাই যে আজ ভুলে গেছে দাতা হরিশ্চন্দ্রের নাম
কার পেটে কাঁদে ভুখা ভগবান হায় কে তার খবর রাখে
নালিশ জানাবো কাকে—
কেউ বা রাজা রাজপ্রাসাদে কেউ ফকির হয়েই থাকে
কে বল এর করবে বিচার নালিশ জানাবো কাকে—

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
ইণ্ডিয়া ক্লাব' ভবানীপুর। অরুণ চ্যাটার্জী, শরৎ বোস রোড (United Bank of India)

লাটু ও ভোলা

এন. এ. ফিল্মস্-এর প্রচার সচিব সুকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও
মুদ্রণে মডার্ন গ্রাফিকা, ১৪৩/১, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩।